তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৯

**বরেণ্য সাংবাদিক তোয়াব খানের মৃত্যুতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাবেক প্রেস সচিব, সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক, দৈনিক বাংলার সম্পাদক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য সাংবাদিক তোয়াব খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় মন্ত্রী আরো বলেন, তোয়াব খান স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মৃত্যুতে সাংবাদিকতা অঙ্গনের এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

#

মোহসিন/এনায়েত/মাহমুদ/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২২৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৮

**বরেণ্য সাংবাদিক তোয়াব খানের মৃত্যুতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাবেক প্রেস সচিব, সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক, দৈনিক বাংলার সম্পাদক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য সাংবাদিক তোয়াব খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান।

মন্ত্রী আজ এক শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় মন্ত্রী আরো বলেন, তোয়াব খান বাংলাদেশের সাংবাদিকতা জগতের অন্যতম পথিকৃৎ। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে শব্দসৈনিকের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতি একজন দেশপ্রেমিককে হারালো।

#

বিবেকানন্দ/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/সেলিম/২০২২/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৭

**কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে**

**---কৃষিমন্ত্রী**

শ্রীপুর (গাজীপুর), ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, খাদ্য নিরাপত্তা টেকসই করার জন্য কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। জলবায়ু রক্ষায় উন্নত দেশ থেকে ফান্ড পাওয়া যাবে না ও তারা  প্রতিশ্রুতি রাখবে না, সেটি জেনেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত সফলভাবে মোকাবিলা করে যাচ্ছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে তা মোকাবিলা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী অকাতরে কৃষিতে এবং কৃষি সংক্রান্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বরাদ্দ দিচ্ছেন এবং তা অব্যাহত থাকবে। আমরা সারের জন্য যদি বছরে ২৮ হাজার কোটি টাকা ভরতুকি  দিতে পারি,  তাহলে ক্লাইমেট চেঞ্জ মোকাবিলার জন্যও বরাদ্দ অব্যাহত রাখতে পারব। বর্তমান সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করে যে কোনো মূল্যে দেশের সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

আজ গাজীপুরের শ্রীপুরের তেলিহাতিতে সিসিডিবি ক্লাইমেন্ট সেন্টারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি) এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে দেশের কৃষি সেক্টর। আর কৃষিখাতে যে ক্ষতি হবে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হুমকির মধ্যে রয়েছে দেশের গ্রামের কৃষকরা। কারণ দেশের ৬০ থেকে ৭০ ভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই কৃষিকে সর্বপ্রথম রক্ষা করতে হবে। এটাই প্রথম চ্যালেঞ্জ। একই সঙ্গে অন্যান্য সেক্টরকেও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করতে হবে।

দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ২ মিলিয়ন হেক্টর জমি লবণাক্ত উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, এসব এলাকায় ইতোমধ্যে লবণাক্তসহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের চাষ শুরু হয়েছে, যা কৃষকদের মাঝে প্রচুর সাড়া ফেলেছে।

অনুষ্ঠানে স্থানীয় সংসদ সদস্য ইকবাল হোসেন সবুজ, সিসিডিবির অ্যাডভাইজরি বোর্ডের কো-চেয়ারম্যান পানি বিশেষজ্ঞ আইনুন নিশাত, বোর্ডের সদস্য জলবায়ু বিজ্ঞানী সালিমুল হক, ব্রেড ফর দ্য ওয়ার্ল্ড-জার্মানির পরিচালক পেট্রা বারনার, সিসিডিবি কমিশনের চেয়ারম্যান ডেভিড এ হালদার, সিসিডিবির নির্বাহী পরিচালক জুলিয়েট কেয়া মালাকার বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/এনায়েত/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৭

**তোয়াব খানের মৃত্যুতে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যবৃন্দের শোক**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাবেক প্রেস সচিব, সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক, দৈনিক বাংলার সম্পাদক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য সাংবাদিক তোয়াব খানের মৃত্যুতে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীগণ গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

পৃথক শোকবার্তায় তাঁরা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

একুশে পদকপ্রাপ্ত বরেণ্য সাংবাদিক তোয়াব খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের; কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক; পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নান; বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈসিং; রেলপথমন্ত্রী মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার।

এছাড়াও শোক প্রকাশ করেছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনা‌ইদ আহ্‌মেদ পলক; পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক; গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ; মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী বেগম ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম এবং পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম।

#

ওয়ালিদ/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা**, ১৬** আশ্বিন (১ অক্টোবর) **:**

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী গতকাল শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৮০ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১৫ দশমিক ২৮ শতাংশ। এ সময় ৩ হাজার ১৪১ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ৫ জন মৃত্যুবরণ করেছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৩৬৮ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৬৫ হাজার ৬৩১ জন।

#

কবীর/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর :৩৯৭৫

**বিএনপির ‘৩০ আসন’ এর বক্তব্য তাদের বেলাতেই প্রযোজ্য**

**– তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা**, ১৬** আশ্বিন (১ অক্টোবর) **:**

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপির ‘৩০ আসন’ এর বক্তব্য তাদের বেলাতেই প্রযোজ্য, ইতিহাস এর সাক্ষী।

আজ রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ইউল্যাব প্রাঙ্গণে সাংবাদিকরা শুক্রবার গাজীপুরে বিএনপি মহাসচিবের দেয়া বক্তব্য ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ৩০টির বেশি আসন পাবে না’ এ নিয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘২০০৬ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিএনপিনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছিলেন, সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে আওয়ামী লীগ ৩০টি আসনও পাবে না। ২০০৮ সালে দেশের ইতিহাসে অত্যন্ত সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছিল। ভাগ্যের এমনই নির্মম পরিহাস, বিএনপি ২৯টি আসন পেয়েছিল, ৩০টি পূর্ণ করতে পারেনি। সুতরাং মির্জা ফখরুল সাহেব যে কথাটি বলেছেন, সেটি বিএনপির বেলাতেই প্রযোজ্য।’

‘আগামীতে যে নির্বাচন হবে, আওয়ামী লীগ আবারও ধস নামানো বিজয় অর্জনের মাধ্যমে  শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠন করবে ‘ইনশাআল্লাহ’ বলেন মন্ত্রী।

‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া বিএনপি নির্বাচন হতে দেবে না’ এর জবাবে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'উনারা স্বপ্ন দেখতে পারেন, স্বপ্ন দেখতে দোষ নেই। তবে এই স্বপ্ন তাদের জন্য দুঃস্বপ্ন, কারণ এটি কখনো বাস্তবায়িত হবে না।'

আইন অনুযায়ী তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান বলেন, অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে যেমন ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, জাপান এবং কন্টিনেন্টাল ইউরোপের অন্যান্য দেশে যেভাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন হয়, তখন চলতি সরকার যেমন নির্বাচনকালীন সরকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, আমাদের দেশেও সেভাবেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

‘বিএনপি রাজনীতিকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কি না’ এ প্রশ্নের জবাবে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি তো সংঘাত চায়। তারা রাজনীতিকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মুন্সিগঞ্জে নিজেদের কর্মীকে নিজেরা মেরেছে, ভবিষ্যতেও মারবে এবং সরকারের ওপর দায় চাপানোর চেষ্টা করবে। তারা তো এই রাজনীতিই করে। ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা তো তারাই করেছিল। আহসান উল্লাহ মাস্টার, কিবরিয়া সাহেবকেও তো তারাই হত্যা করেছিল’।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিএনপির তারা তো হত্যার রাজনীতিই করে। জিয়াউর রহমানও তো হত্যার মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করেছিল। আর বেগম জিয়াও কম যাননি। তারা আসলে সংঘাতময় রাজনীতি করে, সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়। কিন্তু দেশের মানুষ সেটি হতে দেবে না’।

**স্বপ্ন আর প্রচেষ্টাই জীবনযুদ্ধে জয়ের চাবিকাঠি : শিক্ষার্থীদেরকে ড. হাছান মাহ্‌মুদ**

আজ ইউনিভার্সিটি অভ্‌ লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ (ইউল্যাব)-এর অষ্টাদশ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক ড. হাছান মাহমুদ।

বিশ্ববিদ্যালয় মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কারখানা হিসেবে বর্ণনা করে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, জীবন একটি যুদ্ধক্ষেত্র, উজান ঠেলে পাড়ি দেওয়া, স্রোতের বিপরীতে এগিয়ে চলা। যারা জীবনকে যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে নেবে তারা জীবনে জয়ী হতে পারবে। জীবন চলার পথে অনেক প্রিয়জনকে হারাতে হতে পারে, খানিক থমকে গেলেও যুদ্ধ বন্ধ করা যাবে না।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ এসময় ভারতের প্রয়াত সাবেক রাষ্ট্রপতি এপিজে আবদুল কালামকে উদ্ধৃত করে বলেন, জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে যেমন স্বপ্ন থাকতে হবে, তেমনি স্বপ্নের সাথে যুক্ত করতে হবে  প্রচেষ্টা। ঘুমিয়ে স্বপ্ন নয়, যে স্বপ্ন ঘুমুতে দেয় না সেই স্বপ্ন আর প্রচেষ্টা মিলে এক ধরনের ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স তৈরি হবে, যা মানুষকে জীবনে জয়ের পথে এগিয়ে নেবে।

বিশ্ববরেণ্য শিল্পী লতা মুঙ্গেশকর, তথ্যপ্রযুক্তির কিংবদন্তি স্টিভ জবস প্রমুখের উদাহরণ তুলে ধরে তথ্যমন্ত্রী শিক্ষার্থীদের বলেন, জীবন সংগ্রামে ধর্ম-বর্ণ-চেহারা নয়, অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর অধ্যবসায়ই বিজয়ের চাবিকাঠি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ইমরান রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ এমপি বিশেষ বক্তা এবং ট্রাস্টি বোর্ডের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী আনিস আহমেদ স্বাগত বক্তার বক্তব্য দেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি কেক কাটেন তারা।

**সমকাল ও চ্যানেল আই কার্যালয়ে তথ্যমন্ত্রী**

আজ দৈনিক সমকাল পত্রিকার ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আইয়ের ২৪তম বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান দু'টির কার্যালয়ে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য উপস্থিত হয়ে সংশ্লিষ্টদের অভিনন্দন জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ।

#

আকরাম/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৪

**রেকর্ড সংশোধন ও খতিয়ান ফি অনলাইনে গ্রহণের সিদ্ধান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর ) :

ভূমি মন্ত্রণালয় গত ৭ সেপ্টেম্বর এক পরিপত্রের মাধ্যমে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের পর রেকর্ড সংশোধন ও খতিয়ান সরবরাহ ফি বাবদ মোট এক হাজার একশত টাকা জনস্বার্থে শুধু অনলাইনে গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ভূমিসেবা প্রদানকারী অফিসসমূহকে আদেশ প্রদান করেছে।

পরিপত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২-এর পর প্রথম কর্মদিবস হিসেবে ২ অক্টোবর থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসসমূহে রেকর্ড সংশোধন এবং খতিয়ান সরবরাহ ফি আর নগদ অর্থে গ্রহণ না করার বিষয়টি কার্যকর করার মধ্য দিয়ে সরকারের প্রতিশ্রুত ক্যাশলেস ই-নামজারি বাস্তবায়িত হবে।

কোর্ট ফি ৫০ টাকা, নোটিশ জারি ফি ২০ টাকা, রেকর্ড সংশোধন ফি এক হাজার টাকা ও খতিয়ান সরবরাহ ফি ১০০ টাকা- এই চার ধরনের ফি প্রদানে নামজারির জন্য মোট প্রকৃত খরচ এক হাজার একশত সত্তর টাকা। এসকল ফি এখন থেকে অনলাইনে মোবাইল ওয়ালেট কিংবা ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমেই পরিশোধ করতে হবে; কোনোভাবেই ম্যানুয়ালি তথা নগদ অর্থে পরিশোধ করা যাবে না।

ডিসিআর ও খতিয়ানের কোনো ত্রুটি সংশোধনের জন্য কোনো ফি প্রযোজ্য হবে না। একইভাবে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী তথ্য/চাহিত দলিলাদি না পাওয়ার জন্য না-মঞ্জুরকৃত কোনো নামজারি আবেদন পুনরায় চালু হলে উক্ত আবেদন মঞ্জুরের পর রেকর্ড সংশোধন ও খতিয়ান সরবরাহ ফি বাবদ মোট এক হাজার একশত টাকা প্রযোজ্য হবে। নামজারি চূড়ান্তভাবে মঞ্জুর হলে জটিলতা এড়াতে দ্রুত কিউআর কোডযুক্ত অনলাইন ডিসিআর সংগ্রহ করার বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

অনলাইনে জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামোতে ([www.land.gov.bd](http://www.land.gov.bd/)) ই-নামজারি আবেদন সংশ্লিষ্ট তথ্য জানা যাবে। এছাড়া, ভূমি বিষয়ক সকল তথ্য জানতে, ভূমিসেবা পেতে কিংবা অভিযোগ জানাতে ‘নাগরিক ভূমিসেবা ২৪/৭’-এর হেল্পলাইন ১৬১২২ (বিদেশ থেকে +৮৮০ ৯৬১২৩ ১৬১২২) নম্বরে কল করতে হবে কিংবা ভূমিসেবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ([www.facebook.com/land.gov.bd](http://www.facebook.com/land.gov.bd)**)** কমেন্ট কিংবা মেসেজ প্রেরণ করতে হবে।

#

নাহিয়ান/রাহাত/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৪

**রেকর্ড সংশোধন ও খতিয়ান ফি অনলাইনে গ্রহণের সিদ্ধান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর ) :

ভূমি মন্ত্রণালয় গত ৭ সেপ্টেম্বর এক পরিপত্রের মাধ্যমে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের পর রেকর্ড সংশোধন ও খতিয়ান সরবরাহ ফি বাবদ মোট এক হাজার একশত টাকা জনস্বার্থে শুধু অনলাইনে গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ভূমিসেবা প্রদানকারী অফিসসমূহকে আদেশ প্রদান করেছে।

পরিপত্রের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২-এর পর প্রথম কর্মদিবস হিসেবে ২ অক্টোবর থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসসমূহে রেকর্ড সংশোধন এবং খতিয়ান সরবরাহ ফি আর নগদ অর্থে গ্রহণ না করার বিষয়টি কার্যকর করার মধ্য দিয়ে সরকারের প্রতিশ্রুত ক্যাশলেস ই-নামজারি বাস্তবায়িত হবে।

কোর্ট ফি ৫০ টাকা, নোটিশ জারি ফি ২০ টাকা, রেকর্ড সংশোধন ফি এক হাজার টাকা ও খতিয়ান সরবরাহ ফি ১০০ টাকা- এই চার ধরনের ফি প্রদানে নামজারির জন্য মোট প্রকৃত খরচ এক হাজার একশত সত্তর টাকা। এসকল ফি এখন থেকে অনলাইনে মোবাইল ওয়ালেট কিংবা ইন্টারনেট ব্যাংকিং এর মাধ্যমেই পরিশোধ করতে হবে; কোনোভাবেই ম্যানুয়ালি তথা নগদ অর্থে পরিশোধ করা যাবে না।

ডিসিআর ও খতিয়ানের কোনো ত্রুটি সংশোধনের জন্য কোনো ফি প্রযোজ্য হবে না। একইভাবে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী তথ্য/চাহিত দলিলাদি না পাওয়ার জন্য না-মঞ্জুরকৃত কোনো নামজারি আবেদন পুনরায় চালু হলে উক্ত আবেদন মঞ্জুরের পর রেকর্ড সংশোধন ও খতিয়ান সরবরাহ ফি বাবদ মোট এক হাজার একশত টাকা প্রযোজ্য হবে। নামজারি চূড়ান্তভাবে মঞ্জুর হলে জটিলতা এড়াতে দ্রুত কিউআর কোডযুক্ত অনলাইন ডিসিআর সংগ্রহ করার বিষয়ে তাগিদ প্রদান করা হয়েছে।

অনলাইনে জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামোতে ([www.land.gov.bd](http://www.land.gov.bd/)) ই-নামজারি আবেদন সংশ্লিষ্ট তথ্য জানা যাবে। এছাড়া, ভূমি বিষয়ক সকল তথ্য জানতে, ভূমিসেবা পেতে কিংবা অভিযোগ জানাতে ‘নাগরিক ভূমিসেবা ২৪/৭’-এর হেল্পলাইন ১৬১২২ (বিদেশ থেকে +৮৮০ ৯৬১২৩ ১৬১২২) নম্বরে কল করতে হবে কিংবা ভূমিসেবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ([www.facebook.com/land.gov.bd](http://www.facebook.com/land.gov.bd)**)** কমেন্ট কিংবা মেসেজ প্রেরণ করতে হবে।

#

নাহিয়ান/রাহাত/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৮৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭৩

**শারদীয় দুর্গোৎসব নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে উদ্‌যাপনে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে**

**-ধর্ম প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা**, ১৬** আশ্বিন (১ অক্টোবর) **:**

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, এদেশ আমাদের সকলের। আমরা কোনো সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু কিংবা সংখ্যাগুরু হিসেবে ভাবি না। সকলেই এদেশের নাগরিক। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। তাই সকল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকার বদ্ধপরিকর।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে সিদ্ধেশ্বরী সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ আয়োজিত শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে আয়োজিত অসহায় ও দুস্থদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজা নিরাপদ ও নির্বিঘ্নভাবে উদ্‌যাপনে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ, আনসার, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী নিয়োজিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। আমাদের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, একটি গোষ্ঠী দেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানি উসকে দিয়ে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চায়। তাদের বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। তিনি বলেন, সরকার ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

সিদ্ধেশ্বরী সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি শ্রী সুব্রত পালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ সহকারী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী সদস্য উপাধ্যক্ষ রেমন্ড আরেং, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের উপদেষ্টা শ্রী কাজল দেবনাথ, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সহসভাপতি শ্রী জয়ন্ত কুমার দেব, সিদ্ধেশ্বরী সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী পরিণীতা সরকার ও সিদ্ধেশ্বরী সার্বজনীন কালী মন্দিরের সেবায়েত শেখর গোস্বামী।

অনুষ্ঠানে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সিদ্ধেশ্বরী সার্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের পক্ষ হতে অসহায় ও দুস্থদের মাঝে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

#

আনোয়ার/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭২

**‍‍‍ দেশে সার, বীজ ও জ্বালানির কোনো সংকট নেই**

**---নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, দেশে সার, বীজ ও জ্বালানির কোনো সংকট নেই। কোনো ব্যবসায়ী যদি এইসব জনগুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী মজুত করে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে তবে তা কঠোর হাতে দমন করা হবে। একটি কুচক্রী মহল বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে, এদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকতে হবে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সঠিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি শুধু বাংলাদেশ নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের নেতার মর্যাদা অর্জন করেছেন।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার বাজনিয়ায় এম আই ফিলিং স্টেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

যমুনা পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের এজিএম মোঃ জসিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বোচাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ছন্দা পাল, সেতাবগঞ্জ পৌরসভার মেয়র মোঃ আসলাম, বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ আবু সৈয়দ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ আফছার আলী ও এম আই গ্রুপের চেয়ারম্যান মোঃ মাহবুবুর রহমান খান।

প্রতিমন্ত্রী পরে সেতাবগঞ্জ পৌরসভাধীন স্টেশনপাড়া অগ্রণী যুব সংঘের ৫০ বছর পূর্তিতে আয়োজিত শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ঈশানিয়া দেবীর বাজার শারদীয় পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন। এসময় বোচাগঞ্জ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি বিরভদ্র রায় ও সাধারণ সম্পাদক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/রাহাত/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৭৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭১

**মহাত্মা গান্ধী ছিলেন শান্তিকামী মানুষের পথপ্রদর্শক**

**--মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, মহাত্মা গান্ধী শুধু ভারতীয়দের নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষের পথপ্রদর্শক।

আজ রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব অহিংস দিবস- ২০২২ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ সচেতন নাগরিক কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ব্রিটিশদের জেল-জুলুম, অত্যাচার-নিপীড়ন, খুন, লুণ্ঠন, জবরদখল, ষড়যন্ত্র, অপকর্ম ও দুঃশাসনের বিরুদ্ধে নিরলস লড়াইয়ে গান্ধীর অহিংসবাদই ছিল একমাত্র হাতিয়ার। মহাত্মা গান্ধী কখনোই তাঁর আদর্শিক অবস্থান থেকে বিচ্যুত হননি । এজন্য যুদ্ধ না করেও ভারতের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছিল।

মন্ত্রী বলেন, অনেক অখ্যাত ও সহিংস নেতা নোবেল পুরস্কার পেলেও মহাত্মা গান্ধীর মতো অহিংস নেতাকে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়নি। এটা নোবেল কমিটি তথা পৃথিবীবাসীর জন্য লজ্জাজনক। বর্তমান সহিংস বিশ্বে মহাত্মা গান্ধীর মতো অহিংস নেতার বড়ই প্রয়োজন বলে মন্ত্রী উল্লেখ করেন।

বাংলাদেশ সচেতন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর নিম চন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুস, পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের মহাসচিব প্রফেসর কামরুল হাসান ও ওলামা লীগ সভাপতি মুফতি মাসুম বিল্লাহ।

#

মারুফ/রাহাত/সঞ্জীব/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৭০

**‍‍‍পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে দুর্যোগ মোকাবিলা করে টিকে থাকা সহজ হবে**

**---ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর ) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণ ছাড়াও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে আমাদেরকে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয় । প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের কোনো হাত নেই, কিন্তু আমরা যদি পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারি তাহলে এসব দুর্যোগ মোকাবিলা করে টিকে থাকা আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে । আর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সে কাজটাই করে যাচ্ছে ।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় মিরপুরের স্বপ্ননগর আবাসিক এলাকায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন   
দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের সহযোগিতায় ‘ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির মহড়া’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা এসব কথা বলেন ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্যোগে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ইতিমধ্যে ২২০ কোটি টাকার লেডার (মই) ও অন্যান্য উদ্ধার সরঞ্জাম ক্রয় করে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সকে প্রদান করেছে । আরো প্রায় ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার উদ্ধার সামগ্রী ক্রয় করার প্রস্তুতি চলছে । দুর্যোগে প্রাণহানির চিত্র তুলে ধরে তিনি আরো বলেন, ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্বে সাম্প্রতিককালে একই মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ে প্রাণহানি একক সংখ্যায় নেমে এসেছে ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রনাথ বর্মনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের প্রতিনিধি ছাড়াও স্থানীয় কাউন্সিলর বক্তৃতা করেন ।

#

সেলিম/রাহাত/সঞ্জীব/আরাফাত/আব্বাস/২০২২/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৯

**প্রবীণরা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ**

**-- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী**

মেহেরপুর**, ১৬** আশ্বিন (১ অক্টোবর) **:**

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, প্রবীণদের অভিজ্ঞতার কারণে তাদের প্রজ্ঞা ও জ্ঞান অনেক বেশি। তাই তারা সমাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আজ ৩২ তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, জেলা সমাজসেবা কার্যালয় এবং মেহেরপুর প্রবীণ হিতৈষী সংঘ আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদানকালে প্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কাজে লাগাতে পারলে সমাজ অনেক উপকৃত হয় । তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুন্দর ও সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হলে প্রবীণদের এই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে।

মেহেরপুর প্রবীণ হিতৈষী সংঘের সভাপতি ডা. এম এ বাশারের সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসক ড. মনসুর আলম খান ও পুলিশ সুপার মোঃ রাফিউল আলম বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

#

শিবলী/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/আরাফাত/শামীম/২০২২/১৭৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৮

**দেশের উন্নয়নে প্রবীণদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখতে হবে**

**-- সমাজকল্যাণমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, দেশের উন্নয়নে প্রবীণদের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখতে হবে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তনে ৩২তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রাশেদ খান মেনন।

মন্ত্রী বলেন, আজকের নবীন আগামী দিনের প্রবীণ। নবীন প্রজন্মকে প্রবীণদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দেশের জন্য কাজ করে যেতে হবে। প্রবীণরা দেশ পরিচালনা থেকে শুরু করে সামাজিক কর্মকাণ্ড সফলতার সাথে পরিচালনা করেছেন। তাদের অবদান জাতি স্মরণ রাখবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণ করার লক্ষ্য নিয়ে সকল প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে কাজ করে যাচ্ছেন। সকল সমস্যাকে সমাধান করে বীরের মতো দেশ পরিচালনা করছেন। মন্ত্রী এসময় প্রবীণদের সাফল্যের পথ অনুসরণ করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে কাজ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকার প্রবীণদের নিরাপদ জীবন যাপন নিশ্চিতে কাজ করছে। বয়স্ক ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধা দেয়ায় পরিবার ও সমাজে প্রবীণদের মর্যাদা বেড়েছে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে রাশেদ খান মেনন বলেন, প্রবীণদের প্রতি সহনশীলতা বাড়াতে সবাইকে আন্তরিক হতে হবে। নবীন ও প্রবীণদের মেলবন্ধনের মাধ্যমে প্রবীণদের সম্মানজনক জীবন  নিশ্চিত করতে হবে।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ডাঃ প্রাণ গোপাল দত্ত। এর আগে দিবসটি উপলক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

#

জাকির/রাহাত/সঞ্জীব/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৬

**তোয়াব খানের মৃত্যুতে প্রধান তথ্য অফিসারের শোক**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

একুশে পদকপ্রাপ্ত বর্ষীয়ান সাংবাদিক দৈনিক বাংলার সম্পাদক এবং সরকারের সাবেক প্রধান তথ্য অফিসার তোয়াব খানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধান তথ্য অফিসার মোঃ শাহেনুর মিয়া।

এক শোকবার্তায় প্রধান তথ্য অফিসার বলেন, তোয়াব খানের মৃত্যুতে সংবাদপত্র জগতে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হলো। তাঁর সংগ্রামী জীবন ও কর্মের মধ্যে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রধান তথ্য অফিসার মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, তোয়াব খান স্বাধীনতার পর সরকারের প্রধান তথ্য অফিসার পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের মহাপরিচালক ছিলেন। এছাড়া তিনি ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর প্রেসসচিব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

#

ইয়াকুব/রাহাত/আরাফাত/রেজাউল/২০২২/১৬৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৫

**চালের পুষ্টির অপচয়রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে**

**-খাদ্যমন্ত্রী**

**ঢাকা, ১৬** আশ্বিন (১ অক্টোবর) **:**

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, এক শ্রেণির ব্যবসায়ী চাল ছেটে পোলিশের মাধ্যমে চকচকে করে বাজারজাত করে। এতে চালের পুষ্টি অপচয় হয়। পোলিশ করা চাল খাবো না’- এ আন্দোলন গড়ে তুলতে নিউট্রিশন ক্লাবের সদস্যদের এগিয়ে আসতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে ‘আন্তর্জাতিক নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড ২০২২' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেন, গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতি ১০০ মেট্রিকটন পোলিশ করলে ৫ মেট্রিকটন চাল অপচয় হয়-যার পুরোটাই চালের পুষ্টির অংশ। চকচকে চালে পুষ্টি থাকেনা। যে চাল খেয়ে জীবনধারণ করতে হয় তাতে পুষ্টি না থাকলে জনগণ অপুষ্টিতে ভুগবে। এটা হবে আমাদের জন্য পীড়াদায়ক।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে খাদ্য মন্ত্রণালয় দেশের সকল নাগরিকের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিটি জেলায় নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম চলমান আছে। পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শহিদুর রশিদ চৌধুরী, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুস সাত্তার মন্ডল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের প্রফেসর ড. নাজমা শাহীন, গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রেশন (গেইন) এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ডা. রুদাবা খন্দকার।

স্বাগত বক্তব্য রাখেন এফপিএমইউ’র মহাপরিচালক মোঃ শহীদুজ্জামান ফারুকী।

অনুষ্ঠানে বক্তরা বলেন, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষির উৎপাদন কমছে, জমির পরিমান কমছে কিন্তু মানুষ বাড়ছে। আর এতে খাদ্য ও পুষ্টি হুমকির মুখে পড়ছে। এ অবস্থার পরিবর্তনে কৃষির ট্রান্সফরমেশন প্রয়োজন। এসময় বক্তারা ভোক্তাকে শুধু উদরপূর্তি না করে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণে সচেতন হওয়ার আহবান জানান।

পরে মন্ত্রী ২ দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক নিউট্রিশন অলিম্পিয়াড উদ্বোধন করেন এবং বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

#

ফয়সল/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৪

**নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পরিদর্শন করেন শিল্পমন্ত্রী**

নিউইয়র্ক, ১ অক্টোবর **:**

শিল্প মন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন গতকাল নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পরিদর্শন করেন। কনসাল জেনারেল ড. মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম তাঁকে স্বাগত জানান।

মন্ত্রী কনস্যুলেটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময়কালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সৃষ্টিতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা স্মরণ করেন। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়, কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, বিশ্বমানচিত্রে এক অনন্য অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার বঙ্গবন্ধুর প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার কথা তুলে ধরেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রার ওপর আলোকপাত করে শিল্প বিকাশে বর্তমান সরকারের উদ্যোগ ও ভূমিকার কথা তিনি উল্লেখ করেন। সরকারের প্রবাসী বান্ধব নীতি ও পদক্ষেপসমূহের বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন, প্রবাসীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন।

মন্ত্রী কনস্যুলেটের সার্বিক কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য কনস্যুলেটে কর্মরত সকলকে আহবান জানান।

#

মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬৩

**নিউইয়র্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ইউএন সাধারণ পরিষদ সভাপতি এর বৈঠক**

নিউইয়র্ক, ১ অক্টোবর :

জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ, তাৎপর্যপূর্ণ অবদান ও ফলপ্রসু   
নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি (পিজিএ) সাবা কোরোসি   
(Csaba Kőrösi)। গতকাল জাতিসংঘ সদরদপ্তরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন এর সাথে অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে জাতিসংঘে বাংলাদেশের নেতৃত্বে বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন।

সভায় ‘এসডিজি বাস্তবায়ন রিভিউ’ বিষয়ক ইভেন্ট আয়োজন এবং সাউথ-সাউথ কোঅপারেশন এর আওতাধীন উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থ, পররাষ্ট্র ও উন্নয়ন মন্ত্রীদের সমন্বয়ে একটি ফোরাম প্রতিষ্ঠা-এ দুটি প্রস্তাব সাধারণ পরিষদের সভাপতির নিকট পেশ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

রোহিঙ্গা শিশুদের নিজ ভাষায় শিক্ষাদান, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কোভিড ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যে পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে তা তুলে ধরেন মন্ত্রী। এখন পর্যন্ত কোনো রোহিঙ্গা নিজ ভূমি মিয়ানমারে ফেরত যায়নি। সাধারণ পরিষদের সভাপতি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও মানবিক সহায়তা প্রদানে বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেন। এ সংকট কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা ও এর প্রশমন ও অভিযোজনের জন্য আরো তহবিলের গুরুত্বের কথা তুলে ধরেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা শীঘ্রই বাস্তবায়নের উপর জোর দেন তিনি। সাধারণ পরিষদের সভাপতি বিষয়টির প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেন।

**পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও ইউএন** আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলের সাথে **পররাষ্ট্রমন্ত্রীর** বৈঠক

জাতিসংঘের পিস অপারেশন বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জ্যঁ পিয়েরে ল্যাক্রুয়া (Jean-Pierre Lacroix) এর সাথে বৈঠককালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জাতিসংঘে পিস অপারেশনে অগ্রণী ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্স (কিউআরএফ), বেজ্‌ ডিফেন্স কন্টিনজেন্ট, পদাতিক কন্টিনজেন্ট এবং পুলিশ কন্টিনজেন্ট পদায়নের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। এছাড়া পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ হতে সামরিক ও বেসামরিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিশেষ করে ফোর্স কমান্ডার নিয়োগের জন্যও আহ্বান জানান এবং নারী শান্তিরক্ষীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতির কথা পুর্নব্যক্ত করেন। সংঘাতপূর্ণ দেশসমূহে টেকসই শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও উত্তম অনুশীলন কাজে লাগানোর অনুরোধ জানান তিনি। বাংলাদেশে অনুষ্ঠিতব্য নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং শান্তিরক্ষী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনের ২৬তম কনফারেন্স-এ অংশগ্রহণের জন্য আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলকে আমন্ত্রণ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

ল্যাক্রুয়া বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের কর্তব্যপরায়নতা, দায়িত্বশীলতা ও পেশাগত দক্ষতার প্রসংশা করেন। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ হতে সুদানের আবেইতে পদাতিক ব্যাটালিয়ন প্রেরণ, মালিতে আমর্ড্‌ হেলিকপ্টার এবং কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্স কন্টিনজেন্ট মোতায়েন, মধ্য আফ্রিকায় হাতপাতাল ইউনিট প্রেরণ এবং কঙ্গোতে এক্সপ্লোসিভ অর্ডিনেন্স ডিস্‌পোজাল (ইওডি) কন্টিনজেন্ট মোতায়েনের জন্য বাংলাদেশকে ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যতে আরো নারী শান্তিরক্ষী মোতায়েনসহ জাতিসংঘের সার্বিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে অবদান রাখবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন ল্যাক্রুয়া।

#

মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬২

**‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক পুরস্কার’ প্রণয়নে ইউনেস্কোকে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর ধন্যবাদ**

মেক্সিকো সিটি, ১ অক্টোবর :

মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত UNESCO World Conference এর ‘উদ্ভাবন অর্থনীতির ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক মন্ত্রী পর্যায়ের গোলটেবিল বৈঠকে সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ২০২০ সালে উদ্ভাবন অর্থনীতি খাতে ‘ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক পুরস্কার’ প্রণয়নের জন্য ইউনেস্কোকে ধন্যবাদ জানান। প্রতিমন্ত্রী বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে উদ্ভাবন অর্থনীতি একটি নবায়নযোগ্য নিয়ামকের ভূমিকা পালন করবে এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অবহেলিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূকে সুরক্ষা প্রদানে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। তিনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে নিরাপদ, দায়িত্বশীল ও নিয়ন্ত্রিত সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান।

টেকসই উন্নয়নে সংস্কৃতির ভূমিকাকে প্রতিষ্ঠিত করার বৈশ্বিক লক্ষ্যে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের ১৫০ টি দেশ থেকে ১৩৬ জন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ, কূটনীতিক, সংস্কৃতিকর্মী, সংগঠক এবং সুশীল সমাজের ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন।

#

ফয়সাল/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬১

**দুর্গোৎসব অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি**

**-ডেপুটি স্পিকার**

পাবনা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মোঃ শামসুল হক টুকু বলেছেন, বাংলাদেশে মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাই বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাঁড়া দিয়ে, কাঁধ কাঁধ মিলিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। সবার লক্ষ্য ছিল অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণ। শারদীয় দুর্গোৎসবের এই আনন্দঘন পরিবেশই হচ্ছে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

গতকাল বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, পাবনা জেলা আয়োজিত শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

ডেপুটি স্পিকার বলেন, জাতির পিতা সবার খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই মুক্তির আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন আর বঙ্গবন্ধুর পর এ কাজটিই করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, গৃহহীনদের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে ঘর দেয়া হচ্ছে, অস্বচ্ছলদের বিভিন্ন ধরনের ভাতা দেয়া হচ্ছে।

শ্রী চন্দন কুমার চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ রেজাউল রহিম লাল, সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক প্রিন্স প্রমুখ।

#

শোয়াইব/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৬০

**বাংলাদেশ ও মেক্সিকো সরকারের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

বাংলাদেশ ও মেক্সিকো সরকারের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মেক্সিকো সিটির লস পিনোসে বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং মেক্সিকোর সংস্কৃতি সচিব আলেহান্দ্রা ফ্রাউস্টো গেরেরো (Alejandra Frausto Guerrero)।

মেক্সিকো সরকারের পক্ষ থেকে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক ড. পাবলো রাফায়েল দেলা মাদ্রিদ, আইন উপদেষ্টা এরেন্দিরা ক্রজ ভিজেগাস, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হতে মেক্সিকোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবিদা ইসলাম এবং কাউন্সেলর শাহানাজ আখতার রানু এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে উভয় দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পুরাকীর্তি, স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য নির্ধারিত গ্রন্থাগার, জাদুঘর, আর্কাইভ এবং বিভাগগুলির মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। সেইসাথে চিত্রশিল্পী ও কারিগর, শিল্প সমালোচক, লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ, লোককাহিনী ও অডিওভিজ্যুয়াল প্রযোজক বিনিময় এবং শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন সঙ্গীত, ভিজ্যুয়াল আর্ট, সিনেমাটোগ্রাফি সংরক্ষণে এবং পুনরুদ্ধারে সমঝোতা স্মারকটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, সাহিত্যের অনুবাদ, পারফরমিং, ভিজ্যুয়াল আর্ট ও সাহিত্যে সহযোগিতার পাশাপাশি উভয় দেশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন উৎসব, বইমেলা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে একে অপরের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করবে।

এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও মেক্সিকোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

#

ফয়সল/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫৯

**জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২ অক্টোবর ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) দেশব্যাপী জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উৎপাদনশীলতা’- যুগোপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত বিষয়ের মধ্যে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব অন্যতম। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব হ’ল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রচলিত উৎপাদন এবং শিল্প ব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়করণের একটি চলমান প্রক্রিয়া। উৎপাদনশীলতাই উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে। বাংলাদেশকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করতে হলে এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে এবং দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য একাযোগে কাজ করতে হবে। আগামী বিশ্বে তারাই নেতৃত্ব দেবে, যারা এই বিপ্লবে সফলকাম হবে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সুযোগকে কাজে লাগাতে হলে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হতে হবে দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি। তবেই দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে গতিশীলতা আসবে এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। এজন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি ও কৌশলগত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে শিল্পখাতের সকল উৎপাদন কার্যক্রম আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর তথা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা উপযোগী করার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন ঘটাতে হলে বাংলাদেশকে উন্নত দেশগুলোর মডেল অনুসরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতার সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। বৈশ্বিক অগ্রযাত্রার সঙ্গে তালমিলিয়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য দেশের সর্বক্ষেত্রে অর্থাৎ তথ্য ও প্রযুক্তি, অবকাঠামো ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা ও গবেষণায় উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আমি ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২২’- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মানসুরা/২০২২/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৯৫৮

**‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস’ উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১৬ আশ্বিন (১ অক্টোবর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২ অক্টোবর ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) কর্তৃক দেশব্যাপী   
‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবছর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবসের প্রতিপাদ্য ‘চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উৎপাদনশীলতা’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সরকার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ‘রূপকল্প ২০৪১’ ও ‘জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট ২০৩০’ সামনে রেখে টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে হলে কৃষি, শিল্প ও সেবাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সরকারের পাশাপাশি দেশের বেসরকারি সকল শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান বিশ্বে মানুষের চিন্তার জগত, জীবনধারা থেকে শুরু করে পণ্য উৎপাদন, সেবা প্রদানসহ সকল ক্ষেত্রে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসছে। শিল্প বিপ্লবের ব্যাপকতা, প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিকতা ও সংশ্লিষ্ট পরিবর্তন আত্তীকরণ একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সঠিক নীতি ও পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির উদ্যোগ এ লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদযাপনের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের নিকট উৎপাদনশীলতার গুরুত্ব যথাযথভাবে তুলে ধরা সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ‘জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস ২০২২’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/জুলফিকার/রবি/মাসুম/২০২২/১০০০ ঘণ্টা